যুগান্তর

তারিখ 3 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

অবৈধ নিয়োগ-পদোন্নতি-দুর্নীতি

ঝুলে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাড়ে ছয় হাজার মামলা

হাসান আরেফিন

শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাড়ে ৬ হাজার মামলা বছরের পর বছর আদালতে ঝুলছে। যেসব মামলা এ যাবৎ নিষ্পত্তি হয়েছে তার বেশিরভাগেই হেরে গেছে সরকার। সূত্র মতে, মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আইনজীবীদের গাফিলতির কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মামলায় জয়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বন্ধ থাকা বেতনের সরকারি অংশের টাকা ওনতে হচ্ছে মন্ত্রণালয়কে। এতে সরকারের প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের আইন শাখার বক্তব্য হচ্ছে— মামলাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হলেও পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে আইন মন্ত্রণালয়। ফলে মামলাগুলো কি অবস্থায় আছে, কোন মামলা কিভাবে চলছে বা কখন রায় হচ্ছে তা সময়মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানতে পারছে না। তাই ইচ্ছা থাকলেও তারা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছেন না।

তবে এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীদের বক্তব্য যোগাযোগ করা হলে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প আইনজীবী অ্যাডভোকেট কেএম ফেরদৌস বলেন, ম শুনানির দিন তাদের একজন প্রতিনিধি থাকেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীর সঙ্গে নিয়মিত রাখেন। আইনজীবী একটা দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, রায় হওয়ার ৭ দিনের রায়ের কপি সচিব বরাবর মামলা :

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

মামলা : শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া সলিসিটার উইংয়েও রায়ের কপি দেয়া হয়। এরপরও না জানার কোন কারণ দেখছি না।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় চার হাজার নিয়মিত মামলা, রিট মামলা ও অর্থঋণ মামলা প্রক্রিয়াধীন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এবং শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় দুই হাজার মামলাসহ মোট ৬ হাজার ৭৩৪টি মামলা বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে চলছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে অবৈধ নিয়োগ নিয়ে এমপিও (মানথলি পেমেন্ট অর্ডার) গ্রহণ, অবৈধ পদোন্নতি, ছুটি নিয়ে বিদেশ গিয়ে দীর্ঘদিন কাজে যোগদান না করা, খারাপ পোস্টিং, স্কুল বা কলেজের বিভিন্ন কমিটি যেমন পরীক্ষা কমিটি ও ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির দুর্নীতি ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের নানা সিদ্ধান্তের ওপর শিক্ষক সমিতিগুলোর মামলা তো আছেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের যে সাড়ে ৬ হাজার মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে, সেগুলোর রায় না হলেও মামলার বিরুদ্ধে রিটের কারণে সরকারকে (বাদী) বাধ্য হয়ে বিবাদীদের এমপিও টাকা দিতে হচ্ছে। প্রতি বছরই এ ধরনের মামলার সংখ্যা বাড়ছে। এসব মামলা দেখভাল করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) আইন শাখা নামে একটি স্বতন্ত্র শাখা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় আইন শাখা মামলাগুলো সেভাবে দেখভাল করতে পারছে না। অভিযোগ রয়েছে, সার্বিকভাবে মামলাগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশির কার্যকর আইনি তদারকি নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অনেক মামলা তামাদিও হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের আইন শাখার কর্মকর্তা মফিজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মামলা পরিচালনার জন্য আইন মন্ত্রণালয় আইনজীবী নিয়োগ করে। এজন্য তারা মামলা পরিচালনায় কোনরকম তদারকি করতে পারছেন না। তিনি বলেন, কোন মামলা কবে রুজু হয়েছে, কোন কোন মামলার রায় হল, তার কিছুই তারা জানতে পারছেন না। মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগের ক্ষমতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেয়া হলে মামলাগুলোর মনিটরিং কাজ জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।